কুষ্টিয়ায় বৃষ্টির জন্য ইস্তিসকারের নামাজ আদায়

অসহনীয় তাপদাহে পুড়ছে দেশ। তীব্র তাপদাহ থেকে রক্ষা পেতে বৃষ্টির জন্য আহাজারি করছে কুষ্টিয়াবাসী। বৃষ্টির প্রত্যাশায় ইস্তিসকারের নামাজ আদায় করেছে মুসল্লিরা।

বুধবার (২৪ এপ্রিল) সকাল ১০টায় কুষ্টিয়া সরকারী কলেজ খেলার মাঠে খোলা আকাশের নিচে এ নামাজ শেষে বৃষ্টির জন্য দোয়া করা হয়। বিশেষ দোয়াতে মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে নিজেদের পাপের জন্য অনুতপ্ত ও ক্ষমা চেয়ে বৃষ্টির জন্য আহাজারি করে মুসল্লিরা।

এতে কুষ্টিয়ার বিভিন্ন এলাকার প্রায় ৫ শতাধিক মানুষ অংশ নেন।

নামাজ ও বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা মুহাদ্দিস শারাফাত হোসাইন।

সকালে সরকারী কলেজ মাঠে গিয়ে দেখা যায়, নানা বয়সী মানুষ মাঠে হাজির হয়েছেন। এরপর দুই রাকাত নামাজ পড়েন সবাই। নামাজের খুতবা পাঠ শেষে দুই হাত তুলে সবাই প্রচণ্ড গরম, তীব্র তাপ ও খরা থেকে বাঁচতে এবং বৃষ্টির জন্য মোনাজাত করেন। মোনাজাতে ইমাম ও মুসল্লিদের অঝোরে কাঁদতে দেখা গেছে।

আয়োজনকারী আলেক চাঁদ জানান, পানির জন্য মানুষ, পশু-পাখি সবারই হাহাকার। রহমতের বৃষ্টির আশায় নামাজের জন্য কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ মাঠে তীব্র তাপদহ ও অনাবৃষ্টি থেকে রক্ষা পেতে প্রার্থনা স্বরূপ ছালাতুল ইস্তিসকার নামাজ আদায়ের অনুমতি নিয়ে এখানে নামাজের ব্যবস্থা করেছি। শহেরর প্রায় পাঁচ শতাধিক মুসল্লী এতে অংশ নেয়।

মাওলানা মুহাদ্দিস শারাফাত হোসাইন বলেন, “মানুষের পাপের কারণে মহান আল্লাহ এমন অনাবৃষ্টি ও খরা দেন। বৃষ্টিপাত না হলে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) সাহাবীদের নিয়ে খোলা ময়দানে ইস্তিসকার নামাজ আদায় করতেন। সেজন্য তারা মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে পাপের তওবা করে এবং ক্ষমা চেয়ে দুই রাকাত সুন্নত নামাজ আদায় করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়েছে।”
তিনি আরও জানান, ইসতিসকার নামাজ তিন দিন আদায় করা সুন্নত।

আগামীকাল সকালে কুষ্টিয়ার মিলপাড়া জামে মসজিদ প্রঙ্গনে বৃষ্টির প্রত্যাশায় ইস্তিসকার নামাজের আহবান করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

প্রসঙ্গত,কালবৈশাখীর মৌসুমেও প্রায় এক মাস বৃষ্টির দেখা নেই। নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর শুকিয়ে গেছে। পানির স্তর নেমে যাওয়ায় পানি উঠছে না অগভীর নলকূপ ও সেচ পাম্পে। তীব্র তাপপ্রবাহে জনজীবন বিপর্যস্থ হয়ে উঠছে। রোদে পুড়ে নষ্ট হচ্ছে কৃষকের ফসল ।

নিন্ম আয়ের খেটে খাওয়া মানুষেরা সবচেয়ে বেশি কষ্ট পাচ্ছেন। তবে শিশুসহ বিভিন্ন বয়সের মানুষ ডায়রিয়াসহ গরমজনিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। কুমারখালী আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের কর্মকর্তা মামুনুর রশিদ জানান, আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই পূর্বাভাসে।

কুষ্টিয়ার পদ্মা নদী থেকে অবৈধভাবে বালি উত্তোলন, আটক-৫

কুষ্টিয়ার মিরপুরে রাতের আঁধারে অবৈধভাবে নদী থেকে নৌকা ড্রেজার দিয়ে বালি উত্তোলনের সময় নৌ পুলিশের বিশেষ অভিযানে একটি নৌকা ও একটি ড্রেজার সহ আটক হয়েছেন ৫ বালি উত্তোলনকারীচক্রের সদস্য।

গতকাল মিরপুর উপজেলার তালবাড়িয়া থেকে রূপপুর নৌ পুলিশের বিশেষ একটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন। এ সময় নৌকার মাঝি-মাল্লাসহ একটি লোডিং ড্রেজার এবং একটি বালি টানার কারগো /নৌকা আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন- কুষ্টিয়া জেলার তালবারিয়া ইউনিয়নের বাসিন্দা মোঃ ফারুক মাঝি (৫৫), মোঃ সজিব, মোহাম্মদ আলতাফ (৩৫), মোঃ সাবদুল(৩৫) এবং কুষ্টিয়ার ভেড়ামার উপজেলার মসলেমপুর গ্রামের মোঃ মামুন (২৫)।

অভিযান পরিচালনাকারী এসআই জামাল জানান, আসামিদের বিরুদ্ধে বালি মহল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইনে মামলা করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় শ্রমজীবী মানুষের মাঝে ছাতা, পানি ও খাবার স্যালাইন বিতরণ

তীব্র দাবদাহে কুষ্টিয়ার মানুষের জীবন বিপর্যস্ত প্রায়। গরমে মানুষ হাপিত্যেশ অবস্থায় আছেন। মৌসুমের বাতাসে আর্দ্রতা বেশি থাকায় সর্বত্রে ভ্যাপসা গরম বিরাজ করছে। এতে করে মানুষ দাঁড়িয়ে থাকলেও খুব ঘামতে দেখা যাচ্ছে। রোদের তীব্রতা বেশি হওয়ায় খুব অল্পতেই মানুষ হয়রান হয়ে যাচ্ছে। ফলে শ্রমজীবী মানুষ সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছে।

কুষ্টিয়ায় শ্রমজীবী ও রিকশা-ভ্যান চালকদের মাঝে মাথার ছাতা ও হাতে বিনামূল্যে পানির বোতল এবং খাবার স্যালাইন বিতরণ করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে কুষ্টিয়া শহরের থানা ট্রাফিক মোড়ে দুই শতাধিক শ্রমজীবী ও রিকশা-ভ্যান চালকদের মাঝে এসব তুলে দেন ‘স্বপ্ন প্রয়াস যুব সংস্থা’ নামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন।

‘স্বপ্ন প্রয়াস যুব সংস্থা’ সংগঠনের সভাপতি সাদিক হাসান রহিদ এর সভাপতিত্বে এবং সংগঠনের উপদেষ্টা, সাংবাদিক এসএম জামাল এর পরিচালনায় এ কার্যক্রমে অংশ নেন কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মো: সোহেল রানা, খেয়া রেস্তোরাঁর জেনারেল ম্যানেজার সাইদুল বারী টুটুলসহ সংগঠনের সদস্য রুম্পা, চমক, সাব্বির, তানজিল, রাহুল ওবাইদুলসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এমন মহতি উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মো: সোহেল রানা বলেন, প্রচণ্ড গরমে যখন জনজীবন বিপর্যস্ত তখন কুষ্টিয়ার এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন স্বপ্ন প্রয়াস যুব সংস্থা শহরের মধ্যে রিকশা-ভ্যান চালকদের মাথার ছাতা, অসহায় ও শ্রমজীবী মানুষের জন্য পানির বোতল ও খাবার স্যালাইনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এটা সত্যিই প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এতে করে গরমে খেটে খাওয়া মানুষকে পানি ও স্যালাইন বিতরণ করার ফলে

অনেক সাধারণ মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। এভাবেই আরও অনেক সংগঠন এবং বিত্তশালীদের এগিয়ে আসার আহবান জানান তিনি।

সংগঠনটির সভাপতি সাদিক হাসান রহিদ বলেন, এবারে তীব্র তাপদাহে শহরের পথচারী, দিনমজুর, রিকশাচালকসহ সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ। চিকিৎসকরা এই গরমে বেশি বেশি পানি পান করতে উপদেশ দিচ্ছেন। পথে চলাচলের সময় পানির সংকট চোখে পড়ে। তাই সংগঠন থেকে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাদের খাবার পানির বোতল, খাবার স্যালাইনসহ চালকদের মাঝে মাথার ছাতা বিতরণ করেছি। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যহত রাখবো বলেও জানান তিনি।

সংঠনটির স্বেচ্ছাসেবীরা জানিয়েছেন, তীব্র তাপদাহের কারণে নিজেদের অর্থায়নে আজকে এই আয়োজন করা হয়েছে। গরমে এ মৌসুমে তাপদাহ যতদিন প্রবাহমান থাকবে ততদিন তারা আরও নতুন নতুন উদ্যোগ হাতে নেবেন।

এদিকে মঙ্গলবারও দেশজুড়ে ব্যাপক তাপদাহ রয়েছে। কুষ্টিয়াসহ দেশজুড়ে বয়ে চলা তাপপ্রবাহে অতিষ্ঠ জনজীবন। গরমের তীব্রতা বাড়ায় শনিবার (২০ এপ্রিল) থেকে সারাদেশে জারি করা হয় তিনদিনের হিট অ্যালার্ট। তবে তাপমাত্রা কমার সম্ভাবনা না থাকায় হিট অ্যালার্টের সময়সীমা বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।

কুষ্টিয়ায় গড়াই নদীতে গোসল করতে গিয়ে ভাই-বোনের মৃত্যু

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে গড়াই নদীতে গোসল করতে নেমে শেফা (১৭) ও শাহাজাদা (১২) নামে দুইজনে করুণ মৃত্যু হয়েছে। তারা মামাতো ও ফুপাতো ভাইবোন।

আজ বুধবার (১৭ এপ্রিল) দুপুরের দিকে উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের জয়নাবাদ বাসিন্দাপাড়া জামে মসজিদের সংলগ্ন গড়াই নদীতে এ ঘটনা ঘটে।

শেফা উপজেলার শেরকান্দী এলাকার শামীম ইসলামের মেয়ে এবং শাহাজাদা

চাপড়া ইউনিয়নের জয়নাবাদ এলাকার আলমগীর হোসেনের ছেলে। শেফা এবং শাহাজাদা তারা দুজনেই সম্পর্কে মামাতো ফুফাতো ভাই বোন।

শেফা কয়েকদিন আগে জয়নাবাদ এলাকায় নানা বাড়িতে বেড়াতে আসে। আজ দুপুরে শেফা এবং শাহাজাদা দুই জন মিলে গোসল করার জন্য গড়াই নদীতে নামে। একপর্যায়ে স্রোতের কারনে তারা দুইজনে পানিতে ডুবে যায়। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিলে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদেরকে মৃত ঘোষনা করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে চাঁপড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এনামুল হক মনজু জানান, গড়াই নদীতে পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে শেফা ও শাহাজাদা গোসল করতে নেমে পানির প্রবল স্রোতের কারনে তলিয়ে যায়। অনেক সময় ধরে পানির মধ্যে খোঁজাখুঁজি করে তাদেরকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদেরকে মৃত ঘোষনা করেন। একসাথে দুইজনের করুণ মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মিরপুরে মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কেঁচো সার উৎপাদন প্রদর্শনীর মাঠ দিবস

জমির সেই হারানো শক্তিকে ফিরিয়ে আনতে হলে জৈব সার ব্যবহার করা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই বলে জানিয়েছেন মিরপুর উপজেলা কৃষি অফিসের অতিরিক্ত কৃষি অফিসার মতিয়র রহমান।

বুধবার (১৭ এপ্রিল) সকালে মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কেঁচো সার উৎপাদন প্রদর্শনীর মাঠ দিবস উপলক্ষে কুষ্টিয়ার মিরপুরে অনুষ্ঠিত মাঠ দিবসের সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা জানান।

তিনি বলেন, অতীতে ইচ্ছামতো রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে মাটির

উর্বরা শক্তি প্রায় পুরোটাই হারিয়ে যেতে বসেছে। জমির অম্লতা এমনভাবে বেড়েছে যে জমিতে ফসলই উৎপাদন এক রকম কঠিন হয়ে পড়েছে। আবাদি জমির প্রাণ ফিরিয়ে আনতে জৈব সার উৎপাদন এবং প্রয়োগে সচেষ্ট হতে হবে কৃষকদের পাশাপাশি সমাজের সব স্তরের মানুষকে। এ সার মাটিকে রাখতে পারে সতেজ, ফিরিয়ে দিতে পারে আগের সেই প্রাণ। শুধু তাই নয়, এই জৈব সার উৎপাদনে কৃষকদের এগিয়ে আসার আহবান জানান তিনি।

মিরপুর উপজেলার বহলবাড়ীয়া ইউনিয়নের খাঁড়ারা গ্রামে তরুণ কৃষি উদ্যোক্তা আলীমুল রেজা সুমনের বাড়ির আঙ্গিনায় এ মাঠ দিবস পালিত হয়।

যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রযুক্তি বিষয়ক কেঁচো সার উৎপাদন প্রদর্শনীর মাঠ দিবসে বাস্তবায়ন করে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

বহলবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম সাইদুলের সভাপতিত্বে এবং মিরপুর উপজেলা উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মইনুল ইসলাম রাজিবের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এই মাঠ দিবসের অনুষ্ঠানে চাষিদের কেঁচো সার উৎপাদনের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি অফিসের উদ্ভিদ সংরক্ষণ অফিসার মাহিরুল ইসলাম, বহলবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান সানোয়ার হোসেন, কৃষকের বন্ধু এসএম জামাল ও তরুণ কৃষি উদ্যোক্তা আলীমুল রেজা সুমন প্রমুখ।

মাঠ দিবসে বক্তারা বলেন, মাটির পুষ্টিমাণ বৃদ্ধি, মাটির পানির ধারণ ক্ষমতা বাড়ানো, ভূমিক্ষয় রোধ, মাটির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ও মাটির রাসায়নিক বিক্রিয়ার মান নিরপেক্ষ রাখতে সহায়তা করে ভার্মি কম্পোস্ট বা কেঁচো সার। কেঁচো সারের উপাদানের মধ্যে রয়েছে নাইট্রোজেন শতকরা এক ভাগ, ফসফরাস এক ভাগ, পটাশিয়াম এক ভাগ, জৈব কার্বন ১৮ ভাগ ও পানি রয়েছে ১৫ থেকে ২৫ ভাগ পর্যন্ত। কেঁচো কম্পোস্ট তৈরির জন্য ছায়াযুক্ত স্থানে প্রথমে গর্ত তৈরি করে রিং স্থাপনের পর নিচে পলিথিন দিয়ে মুড়িয়ে নিতে হবে। এরপর গর্তে ছোট ছোট কাটা ঘাস, আমের পাতা, হাস মুরগির বিষ্টা, পচা গোবর দিয়ে ২০০টি কেঁচো প্রয়োগ করতে হবে। রিংয়ের উপরিভাগে পাটের ভেজানো বস্তা দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। ৩ দিন পর ২১ দিন পর্যন্ত ৫০-৬০ ভাগ আর্দ্রতা ধরে রাখার জন্য হালকা পানি ছিটাতে হবে। ২৮ -৩২ দিনের মাথায় কেঁচো সার সংগ্রহ করার উপযোগী হয়। ২

ঘন্টা রোদে শুকানোর পর বাজারজাত করাসহ মাঠের ধান, আলু, শাকসবজি, ফুলের টবে বা ছাদ কৃষিতে এ সার ব্যবহার করা যায় বলে জানান।

এসময় ইউনিয়নের সব ইউপি সদস্য, ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি হাবিবুর রহমান হাবিব, ছাত্রলীগ নেতা রাজিব, রাব্বি, ফিরোজ, আরাফাতসহ শতাধিক কৃষক/কৃষাণী উপস্থিত ছিলেন।

‘বিএনপির শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের মাজা ভেঙে গেছে’: হানিফ

এদেশের মানুষ জানে, নেতাকর্মীরাও জানে বিএনপির শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের মাজা অনেক আগেই ভেঙে গেছে। বিএনপি নামক দলটিরই মাজা ভাঙ্গা। মাজা ভাঙ্গা বলেই তারা ঘরে উঠে গেছে, তারা আবার কিভাবে মাজা সোজা করে দাঁড়াবে। এমন মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ।

আজ সোমবার (১৫ এপ্রিল) সকাল ১০টায় শহরের পিটিই রোডে নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে হানিফ এসব কথা বলেন ।

এসময় হানিফ বলেন, বিএনপি নেতা কর্ণেল ওলি আহম্মেদ নিজেই এক জনসভায় বলেছিলেন খালেদা জিয়া ও তারেক জিয়া মা-বেটা মিলেই দেশটারে খাইলো গিলা। আরও বলেছিলেন এই দুজনই দেশ ধ্বংসের মূল কারণ। যেখানে তাদের দলের এক সময়ের নেতা ও ঘনিষ্ঠজনেরাই এসব কথা বলেছিলেন সেখানে মির্জা ফকরুল ইসলামরা নতুন করে পুত-পবিত্র সাধু সেজে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। এটা করে কোনো লাভ নেই।

এসময় হানিফ আরও বলেন, কোথাও যুদ্ধ হোক এটা আমরা সমর্থন করি না। আমরা চাই গোটা পৃথিবীই শান্তিপূর্ন থাকুক। ফিলিস্তিনদের ওপর ইসরাইলের হামলারও আমরা প্রতিবাদ করেছি, ইউক্রেন রাশিয়ান যুদ্ধেরও

আমরা বিপক্ষে ছিলাম। আমরা চাই আলোচনার মাধ্যমে সব সমস্যা সমাধান হোক।

এসময় কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শেখ হাসান মেহেদী, জেলা আওয়ামীলীগের তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক রাশেদুল ইসলাম বিপ্লবসহ আওয়ামীলীগের অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

অসাধু ব্যবসায়ীরা সুযোগ পেলেই বাজার অস্থির করে ফেলেন: হানিফ

অসাধু ব্যবসায়ীরা সুযোগ পেলেই বাজার অস্থির করে ফেলেন বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ।

তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক বাজার অস্থিতিশীল হওয়ায় বাংলাদেশে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির ঢেউ এখানেও রয়েছে। একইসাথে অসাধু ব্যবসায়ীরা সুযোগ পেলেই বাজার অস্থির করে ফেলেন। তবে সরকার এ ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে বলে আশ্বস্ত করেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় এ নেতা।

রবিবার (১৪ এপ্রিল) দুপুরে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে বৈশাখী আড্ডা অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আগে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।

সিন্ডিকেট প্রসঙ্গে মাহবুবউল আলম হানিফ বলেন, ব্যবসায়ীরা রাজনীতি করতে পারেন, এতে কোনো বাধা নেই। ব্যবসায়ী হলেই যে সিন্ডিকেটে যুক্ত থাকবেন এ অভিযোগ সঠিক না।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের এই যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আরও বলেন, দুর্নীতি সব দেশেই আছে। এখানে যে নেই তা বলব না। তবে বিএনপির মুখে অন্য কারও বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ মানায় না। কারণ, তাদের আমলে পরপর পাঁচবার দুর্নীতিতে ১ নাম্বার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত

হয়েছিল বাংলাদেশ।

পরে বৈশাখী আড্ডায় অংশ নিয়ে হানিফ এমপি বলেন, বাঙালির জীবনে বৈশাখ মাসের এই প্রথম দিনটি কেবল বর্ষ শুরুর সূচনা দিনেই সীমিত নয়। নতুন বছরের নতুন দিনটি উদ্যাপিত হয় সবচেয়ে বড় উৎসবের উপলক্ষ হিসেবে। ঋতুভিত্তিক এই অসাম্প্রদায়িক উৎসবে অংশ নেন দেশের ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, ধনী, নির্ধন–নির্বিশেষে সব শ্রেণি-পেশার মানুষ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী বাংলাভাষী মানুষও সেসব দেশে তাঁদের সামর্থ্য অনুযায়ী পয়লা বৈশাখে নববর্ষ উদ্যাপনের উৎসব আয়োজন করছেন। ফলে পয়লা বৈশাখের এই উৎসব হয়ে উঠেছে বাঙালির জাতিসত্তা ও সংস্কৃতি উদ্যাপনের এক বিপুল বর্ণাঢ্য মহোৎসব।

বৈশাখী আড্ডায় বক্তারা নতুন বছরে, নতুন দিনের এই উদ্যাপনে পুরোনো বছরের ব্যর্থতার গ্লানি, অক্ষমতার আক্ষেপ কাটিয়ে নতুন উদ্যমে দেশ, জাতি, সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের সমৃদ্ধি অর্জনের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

কুষ্টিয়া সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. শিশির কুমার রায়ের সভাপতিত্বে এসম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ হাসান মেহেদীসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় পহেলা বৈশাখে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মো: এহেতেশাম রেজা বলেছেন,পহেলা বৈশাখই হচ্ছে বাঙালির জীবনে সবচেয়ে বড় অসাম্প্রদায়িক আবহমান উৎসব।

তিনি বলেন, পহেলা বৈশাখ পুরনো জীর্ণকে ঝেড়ে ফেলে আমাদের যাপিত জীবনে নতুন সম্ভাবনা ও নতুন প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলতেই শুধু নয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে একাকার হওয়ার প্রেরণাও জোগায়। তাই পহেলা বৈশাখই হচ্ছে বাঙালির জীবনে সবচেয়ে বড় অসাম্প্রদায়িক আবহমান উৎসব।

আজ রবিবার সকালে পহেলা বৈশাখে বাংলা নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে কালেক্টরেট চত্বরের বনবীথিতে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের আয়োজনে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, বাঙালির জীবনে প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ। বৈশাখের প্রথম দিনটি আবহমান কাল থেকেই আমাদের সত্তায়, চেতনায় ও অনুভবের জগতে এক গভীরতর মধুর সম্পর্ক নিয়ে বিরাজ করছে।

তিনি আরো বলেন, বাংলা নববর্ষ আগে শুধুমাত্র গ্রাম কেন্দ্রীক ছিল। এখন তা সার্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। আগে নববর্ষ শুধুমাত্রে হালখাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এখন সারা দেশের মানুষ ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে এই উৎসবটি পালন করছে। এখন তা শহর কেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে।

কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার এএইচ এম আবদুর রকিব, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) শারমিন আক্তার, জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের ডেপুটি কমান্ডার আলহাজ্ব রফিকুল আলম টুকু, কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা: আকুল উদ্দিন, চেম্বার অ্যান্ড কমার্সের পরিচালক এস এম কাদেরী শাকিল, জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম, সাংবাদিক ইউনিয়ন কুষ্টিয়ার সভাপতি রাশেদুল ইসলাম বিপ্লব, প্রবীণ সাংবাদিক আবদুর রশীদ চৌধুরী সহ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান, সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও সুধীজনরা উপস্থিত ছিলেন।

এরআগে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে বর্ণাঢ্য এক মঙ্গল শোভাযাত্রা শহর প্রদক্ষিণ করে।

পরে জেলা শিশু একাডেমি ও জেলা শিল্পকলা একাডেমির শিল্পীরা সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন।

এছাড়াও সুর্যদয়ের সাথে সাথে মোমবাতি প্রজ্জলনের মধ্য দিয়ে কুষ্টিয়া পৌরসভায় বর্ষবরণ উদযাপন করা হয়। এরপর পৌরসভার বটতলায় সকালের গান, আলোচনা সভা ও গ্রামীণ মেলার উদ্বোধন করেন পৌরসভার মেয়র আনোয়ার আলী।

সকাল থেকেই বৈশাখী সাজে হাজারো মানুষের ভিড়, আনন্দোচ্ছ্বাস আর কোলাহলে মুখর হয়ে ওঠে পুরো এলাকা। বেলা বাড়তেই গান, নাচ, আবৃত্তিসহ নানা আয়োজনে জমে ওঠে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান। পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে কুষ্টিয়া জিয়া শিশু পার্ক, কামরুল ইসলাম সিদ্দিক শিশু পার্ক, রেনউইক বাঁধ, গড়াই নদীর বাঁধ এলাকায় যেন তরুণ-তরুনীসহ

হাজারো মানুষের উপচেপড়া ভীড় লক্ষ করা গেছে।

কুষ্টিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় নি*হত-২

কুষ্টিয়ার মিরপুরে যাত্রীবাহী বাসচাপায় সুকুমাল (৫২) নামে এক ভ্যানচালকের মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে কুষ্টিয়া- মেহেরপুর সড়কের মিরপুর বিজিবি ক্যাম্পের সামনে এ দূর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ভ্যানচালক তুফানমাল মিরপুর উপজেলার ধুবাইল স্কুলপাড়া এলাকার বাসিন্দা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সড়ক উন্নয়নে কাজ চলমান রাখতে রাস্তা থেকে পার্শ্ববর্তীতে রাস্তা সমান্তরাল করা হচ্ছে। কিন্তু মুল সড়কে খানাখন্দের সৃষ্টির কারণে চলন্ত একটি বাস মুল সড়ক থেকে সাইডের সড়ক দিয়ে চালানোর সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাখি ভ্যানকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই ভ্যানচালক মারা যান।

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তফা হাবিবুল্লাহ জানান, বিকেলে দ্রুতগামী একটি বাসের ধাক্কায় পাখি ভ্যান চালক রাস্তায় ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হন। তার মরদেহ উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়।

অপরদিকে বিকেলের দিকে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার পাটিকাবাড়ীর নওদাপাড়া এলাকায় শ্যালো ইঞ্জিন চালিত ট্রলির ধাক্কায় জলিল মন্ডল (৭০) নামে এক বৃদ্ধার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠায়।

কুষ্টিয়ায় নকল ব্যান্ডরোলযুক্ত নাসির বিড়িসহ বিড়ি তৈরির উপকরণ জব্দ

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার চরসাদিপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমান নকল ব্যান্ডরোলযুক্ত নাসির বিড়ি, অসংখ্য জাল ব্যান্ডরোল, ফিল্টারসহ বিড়ি তৈরির বিভিন্ন উপকরণ জব্দ করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পাতিবার কুষ্টিয়া কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ভেড়ামারা সার্কেল-২ এ অভিযান পরিচালনা করেন।

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ সূত্রে জানা যায়, সরকারের মোটা অংকের টাকা রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে একটি অসাধু চক্র দীর্ঘদিন ধরে কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে জাল ব্যান্ডরোল লাগিয়ে অবৈধ বিড়ি উৎপাদন করে আসছে। এই উৎপাদিত অবৈধ বিড়ি দেশের বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ ও বিক্রি করছে চক্রটি। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বৃস্পতিবার কুষ্টিয়া কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ভেড়ামারা সার্কেল-২ এর কাস্টমস কর্মকর্তা অপু বনিকের নেতৃত্বে একটি চেীকস টিম দৌলতপুর উপজেলার চরসাদিপুর গ্রামের রিন্টু (৫৫) এর বাড়িতে অভিযান ও তল্লাশি চালায়।

এসময় ওই বাড়ি থেকে দুই বস্তায় সত্তর হাজার (৭০,০০০) শলাকা নকল ব্যান্ডরোলযুক্ত নাসির বিড়ি জব্দ করা হয়। এছাড়া বিপুল পরিমান জাল ব্যান্ডরোল, ফিল্টারসহ বিপুল পরিমান নকল বিড়ি তৈরির বিভিন্ন উপকরণ জব্দ করা হয়েছে।

অভিযানের খবর পেয়ে অভিযুক্তরা নকল বিড়ি ও বিড়ি তৈরি উপকরণ রেখে দ্রুত পালিয়ে যায়। তবে এলাকার লোকজন অভিযান বাধাগ্রস্থ করতে একত্রিত হলে কাষ্টমস কর্মকর্তারা দ্রুত অভিযানস্থল ত্যাগ করেন।

অভিযান শেষে জব্দকৃত নকল নাসির বিড়ি ও বিড়ি তৈরির বিভিন্ন উপকরন কাস্টমস হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

অভিযান পরিচালনাকারী কাস্টমস কর্মকর্তা অপু বনিক জানান, দৈনিক বিপুল পরিমান টাকা রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে একটি

চক্র নকল বিড়ি তৈরি করে তাদের ব্যবসা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল। অভিযানে বিপুল পরিমান জাল ব্যান্ডরোলযুক্ত বিড়ি জব্দ করা হয়েছে। রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে কেউ অবৈধভাবে বিড়ি উৎপাদন, বিক্রি ও বাজারজাত করলে তার বিরুদ্ধে আইননানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।